যায়যায়দিন

তারিখ 26 JUN 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দাবি আদায়ে মাঠে নামছেন শিক্ষকরা

এম মামুন হোসেন

প্রস্তাবিত বাজেটে শিক্ষা খাতের জন্য উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন মিলে ১৩ হাজার ১৭৯ কোটি ২৩ লাখ টাকা বরাদ্দের প্রস্তাবকে শিক্ষকরা অপ্রতুল এবং হতাশাজনক বলে অভিহিত করেছেন। সরকার ও বিরোধী দল সমর্থক শিক্ষক সংগঠনগুলো শিক্ষায় বাজেট বরাদ্দ নিয়ে তাদের ক্ষোভ ও হতাশা ব্যক্ত করে একই সুরে কথা বলছেন। বাজেটে নন-এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির জন্য বরাদ্দ না রাখায় শিক্ষকরা আন্দোলনে নামার ঘোষণা দিয়েছেন। পাশাপাশি চাকরি জাতীয়করণের দাবিতে মাঠে নামছেন এমপিওভুক্ত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা : পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

শিক্ষকরা : দাবি আদায়ে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষক-কর্মচারীর ... জন্য গেলে, সংসদ সদস্যরা তাদের নিজ নিজ এলাকায় ২/৩টি নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তিকরণের দাবি জানিয়ে আসছিল। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তকরণ না করলে সংসদ সদস্যরা এলাকায় ভোট চাইতে যেতে পারবেন না বলেও অর্থমন্ত্রীকে জানান। তবে নতুন অর্থবছরেও কোনো প্রতিষ্ঠানকে নতুন করে এমপিও দেয়া হবে, এমন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। ঘোষিত বাজেটে এ খাতে মাত্র ৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে, যা চলতি অর্থবছরের চেয়েও ৪ কোটি টাকা কম। বাজেটে নতুন এমপিওভুক্তির খাতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ না দেয়ায় বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠন আন্দোলনে নামার ঘোষণা দিয়ে রেখেছে। বাজেট অধিবেশন চলাকালেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রেখে এমপিওভুক্তির দাবিতে আন্দোলনে রাজপথে নামার ঘোষণা দিয়েছে নন-এমপিও শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোট। সংগঠনের সভাপতি অধ্যক্ষ মো. এমদাদ আলী যায়যায়দিনকে বলেন, ২০১৩-১৪ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট প্রায় সোয়া দুই লাখ কোটি টাকার। সারাদেশে শিক্ষক-কর্মচারী বিনা বেতনে চাকরি করলেও তাদের সুবিধায় বাজেটে অতি স্বল্পাংশেও বরাদ্দ করা হয়নি। অথচ প্রস্তাবিত বাজেটে সামাজিক সুরক্ষা খাতে ২৫ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। টিআর, কাবিখা, কাবিটার নামে এ বরাদ্দের সিংহভাগই লুটপাট হচ্ছে বলে তিনি অভিযোগ করেন। তিনি বলেন, এমপিওভুক্তির দাবিতে শিক্ষকরা দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করছে। এর আগে আমাদের এক সহকর্মী মো. সেকেন্দার আলী পুলিশের পিপার স্প্রের কারণে মৃত্যুবরণ করেন। নন-এমপিও শিক্ষক কর্মচারী ও তাদের পরিবারের সদস্যরা মানবেতর জীবনযাপন করছেন। এমপিওর দাবিতে শিক্ষকরা আবারো রাজপথে নামবেন। তিনি আরো বলেন, গত ১৮ জানুয়ারি শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে সমস্যা সমাধানে মন্ত্রী তিন মাস সময় নেন। ইতোমধ্যে কয়েক দফা বৈঠক হলেও এমপিওভুক্তির জন্য মন্ত্রীর কাছে থেকে কোনো সুষ্ঠু বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

সরকার সমর্থক শিক্ষক সংগঠন শিক্ষক কর্মচারী ফ্রন্টের সমন্বয়ক অধ্যক্ষ কাজী ফারুক বাজেটে শিক্ষায় বরাদ্দ সম্পর্কে বলেন, বাজেটে শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে পৃথক ও সুনির্দিষ্ট কোনো বরাদ্দ নেই। বাজেটে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ ক্রমহ্রাসমান এবং আনুপাতিক হারে বরাদ্দ কমেছে। শিক্ষকদের প্রত্যাশা অনুযায়ী এমপিওভুক্তি এবং স্বতন্ত্র বেতন কাঠামোর কোনো পরিকল্পনা ও বরাদ্দ নেই। সামগ্রিক অর্থে শিক্ষা বাজেট নিয়ে শিক্ষকদের মধ্যে হতাশা ও ক্ষোভ রয়েছে।

বিরোধী দল সমর্থক শিক্ষক সংগঠন শিক্ষক কর্মচারী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ মো. সেলিম ভূঁইয়া প্রস্তাবিত বাজেট সম্পর্কে বলেন, শিক্ষকদের ব্যাপারে সরকারের উদাসীনতা লক্ষ করা গেছে। শিক্ষক ও শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে সরকার গত চার বছর যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তার একটিও বাস্তবায়ন করেনি। শিক্ষকদের সঙ্গে বরাবরই শিক্ষামন্ত্রী ও তার সরকার মিথ্যা আশ্বাস দিয়েছেন। তার প্রমাণ সরকারের শেষ বছরের বাজেট। নির্বাচনী বছরেও সরকার শিক্ষকদের কোনো দাবি বিবেচনায় নেয়নি। এটি শিক্ষকদের জন্য হতাশা ও তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে। তিনি বলেন, চাকরি জাতীয়করণের দাবিতে শিক্ষকরা রাজপথের আন্দোলনে যেতে বাধ্য হবে। শিক্ষকরা এখনো আন্দোলনেই রয়েছেন।

সরকার সমর্থক শিক্ষক সংগঠনগুলোর বৃহৎ জোট শিক্ষক কর্মচারী ঐক্য পরিষদের আহ্বায়ক অধ্যক্ষ মো. শাহজাহান আলম সাজু শিক্ষা বাজেট নিয়ে তার হতাশা ব্যক্ত করে বলেন, শিক্ষক সমাজ যেভাবে বাজেট বরাদ্দ দাবি করেছিল তা হয়নি। বাজেটে শিক্ষা ব্যবস্থা জাতীয়করণের এবং এমপিওভুক্তির মতো জনপ্রিয় কর্মসূচির জন্য কোনো অর্থসংস্থান বরাদ্দ নেই। এ ছাড়াও শিক্ষকদের ১৭ দফার ব্যাপারে সরকারের কোনো পরিকল্পনা নেই। এখানেই হতাশা আরো তীব্র হয়েছে।

সরকারসমর্থক ও বিরোধী দল সমর্থক শিক্ষক সংগঠনগুলোর শীর্ষ নেতারা বলেছেন, বাজেট পাস হওয়ার আগেই নতুন করে বরাদ্দ বাড়ানো না হলে শিক্ষার ও শিক্ষকদের দাবি আদায়ের জন্য ঘোষিত চলমান কর্মসূচিগুলোকে আরো জোরদার করা হবে। এজন্য শিক্ষক সংগঠনগুলো নিজ নিজ ফোরামের জরুরি বৈঠকেরও পরিকল্পনা করছেন বলে সংশ্লিষ্টরা জানান। প্রস্তাবিত বাজেট পর্যালোচনা এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র ও শিক্ষক নেতাদের সঙ্গে আলাপ করে জানা গেছে, প্রস্তাবিত বাজেটে গতানুগতিক বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। খাতওয়ারি বরাদ্দের বাইরে কোনো বিশেষ বা থোক বরাদ্দ নেই বাজেট প্রস্তাবনায়। খাতওয়ারি বরাদ্দের মধ্যে পঠন ও বর্তমান চাহিদার আলোকে বরাদ্দ রাখা হয়নি। শিক্ষকদের দাবি এমপিও খাতে বরাদ্দ বিগত বছরের চেয়েও কম অর্থ বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। বর্তমান সরকারের দেয়া শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের জন্য পৃথক ও সুনির্দিষ্ট কোনো বরাদ্দ নেই। মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষকদের চাকরি জাতীয়করণের দাবিতে শিক্ষকরা দীর্ঘদিন থেকেই আন্দোলন করে আসছে। এ ব্যাপারে বাজেটে কোনো কথা বলা হয়নি। সামগ্রিকভাবে বাজেটে শিক্ষা খাতের জন্য কোনো নির্দেশনা রাখা হয়নি।

প্রসঙ্গত, অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে বিগত ২০০৪ সালের শেষের দিকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকদের এমপিওভুক্তি কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়া হয়। পরে বর্তমান সরকার ২০১০ সালে এক হাজার ৬২৪টি নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করার মাধ্যমে অর্ধযুগের এমপিওভুক্তি বন্ধের বন্ধ্যাত্ব দূর করে। ১০ বছর পর এমপিওভুক্ত করায় ১৬০০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় ১৫ হাজার লোক চাকরি পায়।